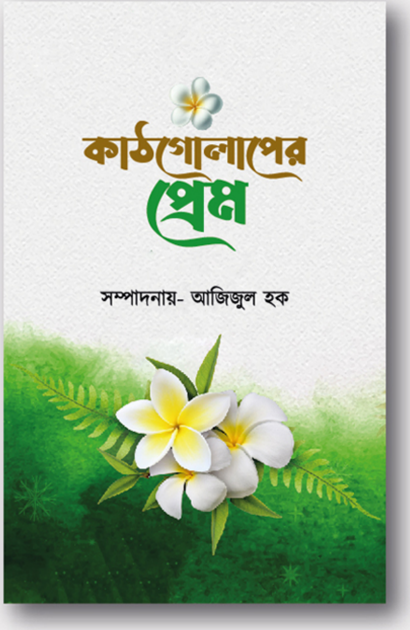

“কাঠগোলাপের প্রেম” কাব্য সংকলনটি আমাদের সাহিত্য ভুবনের এক নতুন আনন্দঘন সংযোজন। প্রেম, অনুভব, বিরহ ও জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো যখন একেকটি কবির কলমে উঠে আসে, তখন সেগুলো হয়ে ওঠে পাঠকের হৃদয়ে গাঁথা একেকটি গানের সুর। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতা যেন একটি কাঠগোলাপ—নির্মল, স্নিগ্ধ, আর গভীর প্রেমে পরিপূর্ণ।

এই যৌথ কাব্যগ্রন্থে নবীন ও অভিজ্ঞ কবিদের মিলন যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে ভাব, ভাষা ও শৈলীর বৈচিত্র্য। প্রেম এখানে শুধু একজন মানুষকে কেন্দ্র করে নয়—প্রকৃতি, স্মৃতি, স্বপ্ন ও সমাজের নানা স্তরের প্রতিফলন হিসেবেও এসেছে। পাঠক এখানে খুঁজে পাবেন তার নিজের গল্প, নিজের অনুভব।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি নতুন কণ্ঠস্বরকে সাহস ও মঞ্চ দিতে। “কাঠগোলাপের প্রেম” সেই চেষ্টারই একটি সফল রূপ। আমরা কৃতজ্ঞ এই সংকলনের সব কবির কাছে, যাঁরা অকুণ্ঠভাবে তাঁদের সৃষ্টি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আশা করি, পাঠকের হৃদয়ে এই সংকলন জায়গা করে নেবে, যেমন করে কাঠগোলাপের মৃদু সৌরভ ঘিরে ধরে একটি বিকেলের নরম আলো।

— প্রকাশক

কাঠগোলাপের প্রেম

আজিজুল হক সম্পাদিত

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-96188-6-7

কাঠগোলাপের প্রেম

সম্পাদনায়- আজিজুল হক

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

যারা কাঠগোলাপকে ভালোবেসে

আজও ভালোবাসা পায়নি, কিন্তু রয়ে গেছে কাঠগোলাপের

সাথে ছায়া হয়ে তাঁরা।

ভূ মি কা

কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের গোপনতম অনুভবের নির্ভার উচ্চারণ। সেই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই আমরা মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও প্রেমকে দেখি এক নতুন চোখে, এক নতুন গভীরতায়। “কাঠগোলাপের প্রেম” নামক এই যৌথ কাব্য সংকলন তেমনি কিছু স্বপ্নবাজ কবির হৃদয়ছোঁয়া প্রকাশ; যেখানে প্রেমের রং, বেদনার ছায়া, প্রত্যাশার আলো এবং বিচ্ছেদের অশ্রু একই মালায় গাঁথা হয়েছে।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কবিতা যেন একেকটি কাঠগোলাপ ফুল; স্নিগ্ধ, কোমল, আর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। কোনোটি পরিপূর্ণ প্রেমের জয়গান, কোনোটি আবার বিরহের তীব্র যন্ত্রণার দলিল। তরুণ ও অভিজ্ঞ কবিদের নিবেদিত কবিতাগুলো একে অপরকে পরিপূরক করে একটি আবেগঘন ও সুগভীর সাহিত্যিক বন্ধন সৃষ্টি করেছে।

বাংলা কবিতার আকাশে এই সংকলন নতুন কোনো তারার ঝলক নয়, বরং বহু তারা মিলিয়ে গঠিত এক মায়াবী নক্ষত্রমণ্ডল। পাঠকের হৃদয়ে প্রেম, স্মৃতি ও অনুভবের যে দোলা উঠবে, তারই নিঃশব্দ সাক্ষী এই “কাঠগোলাপের প্রেম”।

আমরা বিশ্বাস করি, এই সংকলন পাঠকের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে নাড়া দেবে এবং বাংলা কাব্যজগতে প্রেমনির্ভর এক অনন্য সংযোজন হিসেবে আপন মর্যাদা পাবে। সকল কবিকে অভিনন্দন ও পাঠককে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

—আজিজুল হক

সূ চি প ত্র

কবিদের নাম	পৃষ্ঠা নং
আজিজুল হক	৮ – ৯
তাসমিন জান্নাত নিশা	১০ – ১৪
আল-মামুন রেজা	১৫ – ১৭
বাইস কাদির	১৮ – ১৯
শাহাজান মিয়া	২০ – ২২
মোছাঃ শ্রাবণী খাতুন	২৩ – ২৪
শীতল ইসলাম	২৫ – ২৬
জেমস্ রথিন মুন্সী	২৭ – ২৮
সারমিন আখি	২৯ – ৩০
মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম	৩১ – ৪০
মোঃ সারোয়ার জাহান (সোহাগ)	৪১ – ৪৩
নূর নাবীল খান মিঠু	৪৪ – ৪৬
বিথী চাকমা	৪৭ – ৪৯
দেবদাস চন্দ্র দাস	৫০ – ৫১
নাহিদুল ইসলাম	৫২ – ৫৪
প্রান্তিক ধর পার্থ	৫৫ – ৫৭
জয় দাস	৫৮ – ৫৯
সংগীতা বোনার্জী	৬০ – ৬২
শাহাদাৎ ইবনে রাহিদ	৬৩ – ৬৪

আমি নারী
আজিজুল হক

যেদিন এলাম শশুর বাড়ি
বাপের বাড়ি ভিটে ছেড়ে,
সেদিন থেকে নিলাম আমি
শশুর বাড়ির দায়িত্ব ঘাড়ে।
জন্ম ছিলো কুঁড়ে ঘড়ে
দুঃখ ছিল লেগে,
কষ্টে আমি চলে যেতাম
বাড়ি ছেড়ে বেগে।
আপন সেজে বসে থেকে
যারা ছিল আমার পাশে,
দুঃখের সময় আমায় দুঃখ
দিয়ে তাঁরাই গেলো হেঁসে।
কষ্ট বলো সুখ বলো
নিজের মতো করে তুলে,
শশুর বাড়ি এসে সকল
কষ্ট গেলাম আমি ভুলে।
এই সংসারে আমি এখন
হলাম শশুরের পুত্র বদু,
সব ছেড়ে ডাক দিবে
যখন সুরে থাকবে মৃদু।
মায়া করে ভালোবেসে আগলে
রাখি বাড়ি,
দিন শেষে তবুও আমায়
শুনতে হয় রোজ ঝাড়ি।
এই সংসার আমার এখন
এক জীবনের স্বাদ,
নারী হয়ে জন্মেছি ভবে
এই কী আমার অপরাধ।

অনুভবে
তাসমিন জান্নাত নিশা

বড্ড মনে পরে তোমার কথা
তোমার কি অনুভব হয় না—
আমার সেই নিরবতা?

হাসছি, দেখছি, অনুভবে সব
তুমিতো চাইলেই পার মিরের হারার যাব।
রাত দিবাকর, বিষিন্ন আমি
চেয়ে থাকি তোমার আশায়,
একটু কি পার না এই অভাগীর
প্রফুল্ল মনের বিচরণ।

চেয়ে দেখ না একবার আমায়
আমি লিখে দিব তোমার নাম,
আমার শহরের প্রতিটা কোণায়
মায়ার আবন্ধনে বন্ধি হয়েছি গো তোমার।

ফেরাতে পারি না চোখ
তুমিহীনা যে দিকে তাকায়,
সবি যেন মরুর বুক
ভালোবাসা যদি অব্যক্ত রুপে
রুপান্বিত হয়।

আমি তোমায় কথা দিলাম
সেই মরুর বুকে ফুটাব
অবিন্চিত ঢেউ।

নির্জন শহর
শাহাজান মিয়া

এ শহর আজও বয়ে আনে ধুলো
চেনা রাস্তা হারায় আপন রূপ,
তবুও বাতাসে বাজে তোমার সুর
ভাঙা প্রাচীরে ভেসে ওঠে ছায়া।

চায়ের কাপে জমে আছে পুরনো ভোর
ছায়ার মতো হাঁটে তপ্ত দুপুর,
দেয়ালের গায়ে লিখা ফ্যাকাসে নাম
জাগায় স্মৃতির নিঃশব্দ মুকুর।

বাতি ঝরে পড়ে ক্লান্তির রাতে
রাস্তাগুলো হাঁটে নিঃসঙ্গ দলে দলে,
তুমি ছিলে কোথাও, রয়ে গেলে যেন
একফোঁটা আলো চুপিসারে জলে আর নিভে।

নতুন দোকানে নতুন মুখ চেনা
নতুন দালানে চেয়ে থাকা মন,
কিন্তু পুরনো গানের হারানো সুরে
তোমার ছায়া বাজে অবিচ্ছিন্ন মুরে।

আমি হারাই এ ভিড়ের মাঝে
তুমি রয়ে যাও নিঃশব্দ ঘরে,
শহর বদলায়, বদলায় স্বপ্ন
তবুও তুমি থাকো ব্যাকুল আকাশে।

নিয়ম ভাঙার গান
মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম

নিয়ম মানতে কেউ রাজি নয়
নিয়ম ভাঙতে সবাই ভীষণ পাকা,
নিয়মের কোন অনিয়ম হলে
কাকীর উপর রাগ ঝাড়েন আমার বড় কাকা।

আমি কিন্তু এই দলে ভাই
তুমিও নিশ্চয়ই এর বাইরে নও,
সময় এবং সুযোগ পেলে
ভরা মজলিসে গলা ফাটিয়ে দাদাকে জানাও।

রাজনীতি কিংবা সাধারণ জনতা
কে মানছে ভাই এই নিয়ম বল?
নিজের স্বার্থ উদ্ধার হলে
মামা বলেন ভাগিনা নৌবিহারে চল।

যতই করি কঠিন নিয়ম
চোরা বের করে তার নিজের রাস্তা,
নিয়ম ভাঙার শাস্তি না হলে
তোমার উপর আমার নষ্ট হবে আস্থা।

প্রতিদিন আমাদের এত গলাবাজি
সত্য ও ন্যায়ের শত হাজার সবক,
ছাতার নীচে সব অন্ধকার
প্রতিবাদ যদি করি দুলাভাই তেড়ে মারেন ধমক।

শত অনিয়মের মাঝে চলছি মোরা
মোদের বিবেক বুদ্ধি থেকেও আজ প্রতিবন্ধী,
আমরা কি আদৌও মানুষ আছি
নাকি মিথ্যা আর ক্ষমতার লোভে একে অন্যের হচ্ছি প্রতিদ্বন্দ্বী।

নিঃশব্দ ভালোবাসা
নাহিদুল ইসলাম

প্রিয়, এই কথাগুলি,
তোমার কাছে পৌঁছায় না কভু;
তবু হৃদয়ে বাজে যত কথা,
তুলে রাখি এ চিঠির রচনাভূ।

তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জানি,
তবু কাঁপে মন, মেনে নিতে কষ্ট;
স্বপ্নে দেখি– তুমি চলে যাও,
আর আমি চুপ, গলার স্বর নষ্ট।

শব্দ ছিলো, কিন্তু মুখে নয়,
সময় বুঝে বলা হয় নি কিছু;
ভালোবাসা ছিল নিঃশব্দ ঢেউ,
তোমার হাসিতে স্নিগ্ধ ছিল পিছু।

তোমার সেই কোমল মধু হাসি,
এখনো জাগায় হৃদয়ের ধ্বনি;
যাকে তুমি আজ পাশে রেখেছো,
সে যেন বোঝে– তুমি কত দামি।

তোমার চোখে যতো স্বপ্ন গাঁথা,
সে যেন রাখে, না ফেলে হারায়;
আমি শুধু একটু একটু ভুলে,
নিজেকে যেন সময়েই হারায়।

এই চিঠি নয় তোমার উদ্দেশ্যে,
লিখি শুধু নিজের মনে সত্যতা;
তুমি থেকো ভালো, শান্তির মতো–
আমি থাকি প্রেমের নিঃশব্দতা।

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান

ইচ্ছাশক্তি

প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com